পাবনার আতাইকুলায় র‍্যাব ও পুলিশের গুলিতে জহুরুল ইসলাম মিঠু নিহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

র‍্যাব-১২ এর সদস্যরা ২১ আগস্ট ২০০৮ সকাল ৭.০০টার দিকে পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার তেলী গ্রামের মোঃ জহুরুল ইসলাম মিঠুকে (২৪) তাঁর প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে এবং ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ৩.০০টার দিকে একই উপজেলার ভুলবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে নিয়ে পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, র‍্যাব ও পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] সদস্যরা ভুলবাড়ীয়া স্কুল মাঠে গোপন বৈঠক করছে মর্মে সংবাদ পেয়ে ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ৩.০০টার দিকে র‍্যাব-১২ ও আতাইকুলা থানার পুলিশের একটি দল সেখানে এক যৌথ অভিযান চালায়। অভিযানকালে র‍্যাব ও পুলিশ এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] বেশ কিছু সদস্যদের মধ্যে 'বন্দুক যুদ্ধের' ঘটনা ঘটে এবং 'বন্দুক যুদ্ধের' সময় মিঠু 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন।

পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠন অধিকার সরেজমিনে ঘটনাটির তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- নিহতের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- নিহত লাশের ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার ও মর্গ সহকারী
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

আছিয়া খাতুন (৬৫), জহুরুল ইসলাম মিঠুর মা

আছিয়া খাতুন অধিকারকে বলেন, ৪ বছর আগে একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে মিঠু ১ বছর হাজত খাটে। ওই মামলায় জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর মিঠু তাঁর স্ত্রী ও দুইটি সন্তানকে বাড়ীতে রেখে পালিয়ে থাকতেন। তিনি লোকজনের মুখে শুনেছেন, মিঠু পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এম এল লাল পতাকা] সদস্য ছিলেন। শোনার পর তিনি মিঠুকে ওই সংগঠন ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু মিঠু তাঁর কথা শোনেননি। তিনি বলেন, ২০ আগস্ট ২০০৮ সন্ধ্যায় মিঠু বাড়ী আসেন এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে কথা বলেন। মিঠুর নামে মামলা থাকায় গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য রাতে তাঁর প্রতিবেশী ও মামা আবু তালেব মাস্টারের[১] বাড়ীতে ঘুমান। ২১ আগস্ট ২০০৮ সকাল ৭.০০টার দিকে ১০/১২জন লোক একটি মাইক্রোবাসে এসে তালেবের বাড়ী ঘিরে ফেলেন। লোকজনের আনাগোনা দেখে তিনি তালেবের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পান, ওই লোকগুলো মিঠুর হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন। চার দিক থেকে লোকজন ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসতেই তাঁরা র‍্যাবের জ্যাকেট পরে নেন এবং লোকজনকে ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেন। তিনি বলেন, মিঠুর কোমরে লাথি মারতে থাকেন। এক পর্যায়ে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যান। এর পর তিনি মিঠুর ব্যাপারে আর কোন খোঁজ খবর নেননি। ২২ আগস্ট ২০০৮ সকাল ৭.০০টার দিকে তিনি কয়েকজন প্রতিবেশীর মুখে শুনতে পান, ভুলবাড়ীয়া এলাকায়

[১] তালেব মাস্টার দেশে না থাকায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া, ২০ আগস্ট ২০০৮ রাতে মিঠু ছাড়া অন্য কেউ তালেব মাস্টারের বাসায় ছিলেন না।

মিঠু 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছেন। তিনি ঘটনার ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্য তাঁর বড় ছেলে আনিছুর রহমানকে আতাইকুলা থানায় পাঠিয়ে দেন। সকাল ১১.০০টার দিকে থানা থেকে ফিরে আনিছুর তাঁকে জানান, ময়নাতদন্তে র জন্য আতাইকুলা থানার পুলিশ মিঠুর লাশ পাবনায় নিয়ে গেছে। ময়নাতদন্তের পর বিকাল ৪.০০টার দিকে তাঁরা মিঠুর লাশ বাড়ীতে আনেন। তাঁর ছেলেকে 'ক্রসফায়ারের' নামে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং ঘটনাটির সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করেন।

মোসাম্মৎ তাসলিমা খাতুন (২১), মিঠুর স্ত্রী, তেলী গ্রাম, আতাইকুলা, পাবনা

মোসাম্মৎ তাসলিমা খাতুন বলেন, তাঁর স্বামী মিঠু জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর পালিয়ে থাকতেন। তিনি বলেন, ২০ আগস্ট ২০০৮ সন্ধ্যায় মিঠু বাড়ী আসেন এবং রাতে আবু তালেবের বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন।

২১ আগস্ট ২০০৮ সকাল ৭.০০টার দিকে একটি সাদা মাইক্রোবাসে ১০/১২ জন সশস্ত্র লোক এসে তালেব মাস্টারের বাড়ী ঘিরে ফেলেন। তাঁরা তাঁর স্বামীকে ঘরের ভিতর থেকে ধরে এনে হাত বেঁধে ফেলেন এবং পেটাতে থাকেন। এর পর তাঁরা র‍্যাবের জ্যাকেট পরে নেন এবং তাঁর স্বামীকে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যান। ২২ আগস্ট ২০০৮ সকাল ৭.০০টার দিকে তিনি খবর পান, তাঁর স্বামী 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছেন এবং তাঁর লাশ আতাইকুলা থানায় রাখা হয়েছে। বিকাল ৪.০০টার দিকে পুলিশ লাশ ফেরত দেয়। তাসলিমা বলেন, নিহত মিঠুর এক হাত ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল । তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং এ ঘটনার বিচার দাবী করেন।

আনিছুর রহমান (৪০), মিঠুর ভাই

আনিছুর রহমান অধিকারকে বলেন, বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিঠুর যোগাযোগ কম হত। তিনি বলেন, বার বার চেষ্টা করেও তিনি মিঠুকে রাজনীতি থেকে ফেরাতে পারেননি। আনিছুর বলেন, ২১ আগস্ট ২০০৮ রাতে বাসায় ফিরে তিনি জানতে পারেন, সকালে র‍্যাব মিঠুকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় নিয়ে গেছে তা তিনি জানার চেষ্টা করেননি।

২২ আগষ্ট ২০০৮ সকালে নুরুল ইসলাম নামে তাঁর এক প্রতিবেশী তাঁকে জানান, আতাইকুলা থানা থেকে এসআই শহিদুল্লাহ তাঁকে ফোনে বলেছেন, মিঠু 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছেন। সংবাদ পাওয়ার পর সকাল ১০.০০টার দিকে আতাইকুলা থানায় গিয়ে তিনি মিঠুর লাশ দেখতে পান। তিনি বলেন, নিহতের বুকের বাম পাশে ৩টি গুলির চিহ্ন ছিল এবং বাম বাহুর চামড়া ছড়ে গিয়েছিল। আনিছুর বলেন, বিকাল ৪.০০টার দিকে পুলিশ মিঠুর লাশ তাঁর বাড়ীতে পৌছে দেয়।

সাইফুল ইসলাম (৩০), মিঠুর লাশের প্রত্যক্ষদর্শী, ভুলবাড়ীয়া গ্রাম

সাইফুল ইসলাম বলেন, ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ৩.০০টার দিকে তাঁর বাড়ীর উত্তর পাশে হঠাৎ অনেকগুলো গুলির আওয়াজ হয়। তিনি বলেন, ১৫/২০ মিনিট পর গুলির আওয়াজ থেমে গেলে কয়েকজন র‍্যাব সদস্য তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। তাঁরা মাটিতে পড়ে থাকা একটি লাশ দেখিয়ে তাঁর কাছে জানতে চান তিনি নিহত লোকটিকে চেনেন কিনা। তিনি চেনেন না জানালে পুলিশ তাঁকে জানায়, লাশটি তেলী গ্রামের জহুরুল ইসলাম মিঠুর। সাইফুল বলেন, রাত ৩.৩০টার দিকে পুলিশ লাশটি নিয়ে চলে যায়।

শ্রী বৈদ্যনাথ দাশ (৪৫), ভুলবাড়ীয়া, সাঁথিয়া, পাবনা

শ্রী বৈদ্যনাথ দাশ অধিকারকে বলেন, ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ৩.০০টার দিকে তাঁর বাড়ীর পাশে হঠাৎ গুলির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম থেকে ওঠে তিনি দেখতে পান, ভুলবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে র‍্যাব ও পুলিশের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দেখতে পান, ৭/৮ জন পুলিশ ও ১৫/২০জন র‍্যাব সদস্য ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছেন এবং গুলি ছুঁড়ছেন। তিনি সব মিলিয়ে ৩০/৪০টি গুলির আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বলেন,

১৫/২০মিনিট পর তিনি 'ধর! ধর! মার! মার!' শব্দ শুনতে পান। গুলির শব্দ থেমে যাওয়ার পর পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা আশপাশের লোকজনের সঙ্গে তাঁকেও স্কুলের পিছনে সাধু নামের এক ব্যক্তির ধান ক্ষেতে ডেকে নিয়ে যান এবং একটি লাশ দেখিয়ে তাঁর কাছে জানতে চান তিনি নিহত ব্যক্তিকে চেনেন কিনা। তিনি তাঁকে চেনেন না বলে জানান। বৈদ্যনাথ বলেন, পরে পুলিশ ও র‍্যাব একটি লিখিত কাগজে ৩ জন লোকের এবং অন্য একটি কাগজে আরো ৩ জনের স্বাক্ষর নেন। তিনি বলেন, এর পর পুলিশ সদস্যরা লাশটি নিয়ে চলে যান।

মকবুল হোসেন, মেম্বার, ৪ নম্বর ওয়ার্ড, ভুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ

মকবুল হোসেন অধিকারকে বলেন, ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ৩.০০টার দিকে ভুলবাড়ীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে দীর্ঘ সময় ধরে থেমে থেমে গুলির আওয়াজ হয়। আতাইকুলা থানার এসআই মিজানকে মোবাইল ফোনে বিষয়টি জানালে মিজান তাঁকে জানান, সেখানে 'ক্রসফায়ার' হচ্ছে। তিনি বলেন, গুলির আওয়াজ থেমে যাওয়ার পর রাত ৩.২৫টার দিকে পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে ও গ্রামের আরো কয়েকজনকে সেখানে ডেকে নিয়ে যান। মকবুল বলেন, পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা সেখানে পড়ে থাকা একটি লাশ দেখিয়ে তাঁদের জানান, নিহত লোকটি তেলী গ্রামের মোঃ জহুরুল ইসলাম মিঠু এবং তিনি 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছেন।

এসআই শামীম, আতাইকুলা থানা, পাবনা

এসআই শামীম অধিকারকে বলেন, ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ১২.৩০টার দিকে গোপন সূত্রে জানতে পারেন, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] বেশকিছু সদস্য ভুলবাড়ীয়া স্কুল মাঠে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছে। তিনি বলেন, তাৎক্ষনিকভাবে এসআই সাইদ হাসান হাফিজের নেতৃত্বে পুলিশের ৭ সদস্যের একটি দল এবং র‍্যাব-১২ এর ডিএডি আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে র‍্যাবের ১৫ সদস্যের একটি দল যৌথভাবে রাত ৩.০০টার দিকে সুত্রের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ভুলবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালায়। এসআই শামীম বলেন, এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাঁদের ১৫/২০ মিনিট ধরে গুলি বিনিময় হয়। তিনি বলেন, গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে সন্ত্রাসী দল পিছু হটে। পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, গুলিবিনিময় শেষে পুলিশ ও র‍্যাব ঘটনাস্থলে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] আঞ্চলিক শীর্ষনেতা তেলী গ্রামের জহুরুল ইসলাম মিঠুর গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে থাকতে দেখে। তিনি বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে মিঠুর লাশ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করার হয়। এসআই শামীম বলেন, মিঠুর নামে ৬টি হত্যা মামলাসহ মোট ৯টি মামলা ছিল।

এ এফ এম মাসুম রব্বানী, পুলিশ সুপার, পাবনা

এ এফ এম মাসুম রব্বানী অধিকারকে বলেন, ভুলবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] সদস্যরা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছে মর্মে সংবাদ পেয়ে ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ৩.০০টার দিকে আতাইকুলা থানার পুলিশ ও র‍্যাব-১২-এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-২-এর সদস্যরা যৌথভাবে সেখানে এক অভিযান চালান। অভিযানকালে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের গুলিবিনিময় হয়। পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, গুলিবিনিময়কালে জহুরুল ইসলাম মিঠু গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আহমেদ ফয়সাল, কমান্ডার, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-২, র‍্যাব-১২

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আহমেদ ফয়সাল অধিকারকে বলেন, ২২ আগস্ট ২০০৮ রাত ১.৪৫টার দিকে গোপন সূত্রের উদ্বৃতি দিয়ে আতাইকুলা থানার পুলিশ তাদের জানায়, ভুলবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশে ভুলবাড়ীয়া গ্রামের সাধু নামের এক ব্যক্তির জমিতে 'নিষিদ্ধ ঘোষিত' সংগঠন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] ৮/৯জনের একটি দল গোপনে বৈঠক করছে। তিনি বলেন, ডিএডি আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে র‍্যাবের ১৫ সদস্যের একটি দল রাত ২.৩০টার দিকে আতাইকুলা বাজারে যায়। সেখানে আগে থেকেই আতাইকুলা থানার এসআই সাঈদ হাসান হাফিজের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল অপেক্ষা করছিল। র‍্যাব

কর্মকর্তা বলেন, রাত ৩.০০টার দিকে র‍্যাব ও পুলিশের যৌথ দলটি ভুলবাড়ীয়া স্কুল মাঠ এলাকা ঘিরে ফেলেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ফয়সাল বলেন, র‍্যাব ও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা পাল্টা গুলি চালালে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাঁদের গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, প্রায় ১৫/২০ মিনিট ধরে গুলি বিনিময়ের পর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলে র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে তল্লাশী চালিয়ে ১টি বিদেশী রিভলবার ও পাঁচ রাউন্ড গুলি এবং একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। তিনি আরো বলেন, তল্লাশীর এক পর্যায়ে তাঁরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তেলী গ্রামের বাসিন্দা 'নিষিদ্ধ ঘোষিত' চরম বামপন্থী রাজনৈতিক দল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির [এমএল-লাল পতাকা] আঞ্চলিক শীর্ষনেতা জহুরুল ইসলাম মিঠুর লাশ ঘটনাস্থলে পড়ে থাকতে দেখেন।

আব্দুল বাতেন মোল্লা, মিঠুর লাশের ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার, জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা

ডাঃ আব্দুল বাতেন মোল্লা বলেন, সিভিল সার্জন ডাঃ সুজিত কুমার রায়ের অনুমতি ছাড়া তিনি ময়নাতদন্তের ফলাফল সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারবেন না।

ডাঃ সুজিত কুমার রায়, সিভিল সার্জন, পাবনা

ডাঃ সুজিত কুমার রায় ময়নাতদন্ত সম্পর্কে কোন কিছু জানাতে অস্বীকার করেন।

আব্দুল রহিম (৪২), মিঠুর লাশের গোসলদানকারী

আব্দুল রহিমঅধিকারকে বলেন, নিহত মিঠুর বুকের বাম পাশে ৩টি গুলির চিহ্ন ছিল এবং বাম বাহুতে বেঁধে রাখার চিহ্ন ছিল।

-সমাপ্ত-